উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বৃহস্পতিবার ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ৩৫৬ সংখ্যা

ভোট শেষ, শান্তি আসুক

অশান্তি, হিংসার আবহেই রাজ্যে নবম পঞ্চায়েত নির্বাচন, পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। আজ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভোটগণনা শুরু হবে। তা নিয়ে চাপা উত্তেজনা আছে রাজনৈতিক মহলে, আমজনতার মনেও। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই যেভাবে গ্রাম বাংলায় উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো বলা যায় না। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমেই শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। বছরভর নানাভাবে বঞ্চিত, উপেক্ষিত আমজনতা এই একটি ক্ষেত্রে নিজেদের মতদানের অধিকার পান। ব্যালট পেপারে নিঃশব্দে ঘটে যায় বিপ্লব। স্বাধীনতার পর থেকে নির্বাচন ঘিরে আমজনতার উৎসাহ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা এক সময় রীতিমতো উৎসবের চেহারা নেয়। এই রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় নির্বাচন ক্রমে আর উৎসব নয়, আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনও একই পরিস্থিতি ডেকে আনে। গ্রাম বাংলায় কিছু শান্ত সবুজ এলাকা ভিজেছে নিরীহ মানুষের রক্তে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। হামলা, পালটা হামলা ইত্যাদিতে উত্তপ্ত হয়েছে রাজ্যের আবহ। নিরাপত্তারক্ষীরা কোথাও নিষ্ক্রিয়, কোথাও বা অতি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোটপর্ব সম্পন্ন করতেও অবশ্য বহু জায়গায় উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে হতাশ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ক্ষমতা দখলের অধিক লিপ্সাই নির্বাচনকে এমন উত্তেজক, রক্তাক্ত করে তুলেছে বলে মনে করছেন চিন্তাশীল সমাজ। পঞ্চায়েত ভোটে নিহতের তালিকায় শাসকদলের কর্মী–সমর্থকরাই বেশি। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এই বিষয়ে উদ্‌বেগ ব্যক্ত করেছেন। বামফ্রন্ট আমলেও পঞ্চায়েত নির্বাচন সহ বিভিন্ন নির্বাচনে হিংসার ঘটনা কম ছিল না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই হিংসার আবহ থেকে রাজ্য বেরিয়ে আসতে পারছে না। বিরোধীদের অভিযোগ, জোরজুলুম করে তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেওয়া হয়নি। শাসকদলের বক্তব্য, রাজ্যে ক্ষীয়মাণ বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি, এর জন্য তারা দায়ী নয়। বামফ্রন্ট আমলেও তৎকালীন শাসক সিপিএম নেতাদের মুখে একই কথা শোনা গিয়েছে। নির্বাচনি হিংসায় রাজনৈতিক কর্মী তো বটেই, বহু নিরীহ ভোটদাতাও প্রাণ হারান। তাঁদের অসহায় পরিবারগুলির হাহাকারে ভারী হয়ে আছে গ্রাম বাংলার আবহাওয়া। সৌভাগ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনের হিংসার পুনরাবৃত্তি রুখতে বুধবার পুনর্নির্বাচনের দিন কঠোর ব্যবস্থা নেয় রাজ্য প্রশাসন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রায় দ্বিগুণ করে ৫৭৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন হয়েছে। বিক্ষিপ্ত কিছু হিংসার ঘটনা ঘটলেও তার মোকাবিলা করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। তৎসত্ত্বেও একজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে এমন নিশ্ছিদ্র ও কঠোর নিরাপত্তা ভোটগ্রহণের দিন হলে হয়তো এত নিরীহ মানুষের প্রাণ যেত না। ভোটের দিন রাজনৈতিক দলের কর্মী–সমর্থক ছাড়াও হিংসায় প্রাণ হারিয়েছেন ভোটকর্মী, ভোটদাতা, সাধারণ মানুষও। যার দায় এড়াতে পারে না প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন। পঞ্চায়েত ভোটের গণনা নিয়েও কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার আগে কোনো রাজনৈতিক দল বিজয় মিছিল করতে পারবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। নির্বাচনে জয়ী কারা হবে তা নিয়ে কৌতূহল এখন তুঙ্গে। তবে দীর্ঘ অশান্তির এই পথ পেরিয়ে এবার শান্তি ফিরুক রাজ্যে, এটাই সবাই চাইছেন। আবার গ্রাম বাংলার উন্নয়নের কাজ শুরু হোক। সামনেই বর্ষা আসছে। প্রকৃতির রোষ কখন কীভাবে আছড়ে পড়ে কেউ জানে না। শস্যশ্যামল এই বাংলায় আর যেন রক্ত না ঝরে, এটিই কাম্য। নির্বাচনি হানাহানি বন্ধ হয়ে দলমতনির্বিশেষে উন্নয়নই হোক এবার লক্ষ্য। রাজনৈতিক বৈরিতা দূর করে সবাই মেতে উঠুক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে।

অমৃতধারা

এ জগৎ দুঃখ আর অশান্তির উপাদানে গঠিত। সুতরাং, একে আঁকড়ে ধরে স্থায়ী সুখশান্তির আশা করা বিড়ম্বনামাত্র। ধর্ম জগতের বড়ো বড়ো বীরদের দিকে চেয়ে দেখো। কী কষ্টই না তাদের ভোগ করতে হয়েছে। হরিশচন্দ্র, নল, শ্রীবৎস্য– এঁরা কম কষ্ট পেয়েছেন জীবনে ? ভগবান পাণ্ডবদের সখা ছিলেন, সারথি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের দুর্দশার কথা ভেবে দেখো দেখি, অন্য কথা পরে। আদ্যাশক্তি ভগবতীরও কি সুখের ঘরকন্না ? স্বামী পাগল, পিতার ছাগলের মুণ্ড, ছেলের কিনা হাতির মুণ্ড। সর্বত্রই যখন এই দশা, তখন তুমি আর সংসার নিংড়ে সুখ কোথায় পাবে ? তবে সুখী কে ? সর্বাবস্থায় যে তৃপ্ত, সেই সুখী। নইলে সসাগরা পৃথিবীর রাজাও দুঃখী। যতক্ষণ কামনা ততক্ষণ দুঃখ।

পাঁচজনের মুখে প্রশংসা শুনে যে গুরু করে আবার পাঁচজনের মুখে নিন্দা শুনে সে গুরু ত্যাগও করতে পারে। হুজুগের কাজে কখনও স্থায়ী ফল লাভ হয় না। মন চলে তো মেলা, আর চিত্‌ চলে তো চেলা। জ্ঞানী–মন্ত্র ও আমি অভেদ মনে করবে। শিব ত্যাগী কেন ? তিনি কি সংসার ছেড়ে শ্মশানে গিয়েছিলেন ? না, তা নয়। তিনি ব্রহ্মানন্দ ছেড়ে প্রত্যেক ভূতের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছেন, তাই তিনি ত্যাগী। তাই তিনি জগৎগুরু। যিনিই গুরু হয়েছেন, তাঁকেই এক স্তর নীচে নেমে আসতে হয়। নতুবা স্বরূপ অবস্থায় গুরুশিষ্য ভাব থাকতে পারে না। বেদের প্রণব, বেদান্তের ব্রহ্ম, তন্ত্রের মহাশক্তি, যোগের আত্মা, পুরাণের ভগবান – সকলেই মূলে এক ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করছে। বাইরে বিভিন্নতা থাকলেও মূলে সবই এক। গুরুতে যেদিন আত্মসমর্পণ পূর্ণ হবে, সেই দিন পূর্ণাহুতি হবে। সেই দিন শিষ্য গুরুতে লীন হয়ে যাবে। শিষ্যও সেদিন গুরুতে পরিণত হয়ে যাবে।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

শব্দরঙ্গ ■ ১৯৯৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি ঃ ১। সিংহাসন, রাজাসন ৩। কল্পিত নরকের অধিপতি ৪। মনসামঙ্গলের গান ৫। বনরক্ষক, বনের তত্ত্বাবধায়ক ৭। শ্রবণেন্দ্রিয় ১০। বেঁটে, গোলাকার ছোটো ফল ও তার বীজ ১২। আস্ফালনসূচক চিৎকার, ক্রমাগত হাঁক ১৪। পাঠক, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ ১৫। বোকা, নির্বোধ, বুদ্ধিহীন ১৬। কাটা, ছেদন।

উপর–নীচ ঃ ১। ভেড়াজাতীয় প্রাণীবিশেষ বা তার লোমজাত বস্ত্র ২। বাংলার একটি ঋতু ৩। সদ্ভাব, মনের মিল ৬। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী একটি রাজ্যের রাজধানী ৮। কল্পিত স্থান যেখানে পাপীদের আত্মা মৃত্যুর পরে শাস্তি ভোগ করে ৯। খনি থেকে পাওয়া যায় এমন, খনিজ ১১। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় ক্রান্তি অঞ্চলের প্রচণ্ড ঝড় ১৩। চোয়ানো মদ, ফুল, ফল বা অন্য কিছুর নির্যাস।

সমাধান ■ ১৯৯৮

পাশাপাশিঃ ১। মহানন্দা ৫। চন্দন ৬। মননশীল ৮। শঠ ৯। বশ ১১। দখলদার ১৩। ভরত ১৪। হাবভাব।

উপর–নীচ ঃ ১। আচকান ২। মন ৩। নন্দন ৪। পাতিল ৬। মঠ ৭। নবিশ ৮। শবল ৯। বর ১০। তরতর ১১। দস্তুর ১২। দানব ১৩। ভব।

ফের বৈদিক শিক্ষার জিগির তুলছে বিজেপি

মাঝে কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ফের ‘বৈদিক শিক্ষা’র পক্ষে সওয়াল শুরু করেছেন বিজেপির নেতা–মন্ত্রীরা। এ এক বিপজ্জনক প্রবণতা, লিখেছেন **দেবাংশু দাশগুপ্ত**।

মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ো ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকার। আর ওই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং। প্রসঙ্গত, বিজেপির এই আধামন্ত্রী সত্যপাল ইদানীং এক ফুঁয়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ‘ভুল’ বলে ঘোষণা করে নরেন্দ্র মোদির প্রভৃত প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

যাইহোক, বিজেপির ওই দুই মন্ত্রীর মতে, ‘আধুনিক শিক্ষা’ অনেক ক্ষেত্রেই পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। কেবল বৈদিক শিক্ষাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত দেশপ্রেমিক করে গড়ে তুলতে পারে। তাই শিক্ষামন্ত্রী জাভড়েকার বর্তমান পাঠক্রমের কয়েকটি অংশ বাদ দিয়ে প্রকৃত ‘মূল্যবোধ’ শেখানোর ব্যবস্থা করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। ‘নতুন শিক্ষানীতি’ তৈরিতে প্রাণপাত করতে চাইছেন।

অন্যদিকে, ডারউইনের তত্ত্বকে ‘বোগাস’ প্রমাণকারী প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল বলেছেন, ‘আধুনিক শিক্ষা’ বাড়তে থাকা অপরাধের হার কমাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তিনি (সত্যপাল) চান, প্রত্যেক শিশুকে প্রথম পাঁচ বছর ‘গুরুকুলে পাঠানো হোক’। সত্যপাল নিশ্চিত যে, কেবল ‘বৈদিক শিক্ষা’ই ‘দেশপ্রেমে’র ভাবনা জাগাতে পারে। এই কথা মাথায় রেখে ‘দেশপ্রেমিক’ বিজেপি সরকার ‘নতুন শিক্ষানীতি’ তৈরি করছে।

২০১৪–য় কেন্দ্রে আরএসএস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর এইভাবে নতুন নতুন আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। আগের কংগ্রেস জোট সরকার ‘শিক্ষার অধিকার’ আইনের নামে কার্যত শিক্ষার অধিকার হরণ ও শিক্ষার বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করে গিয়েছে। আর বর্তমান বিজেপি–আরএসএস সরকার ‘ভারতীয়করণের’ নামে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিমূলেই আঘাত নামিয়ে আনছে। জাভড়েকার–সত্যপালের সাম্প্রতিক বিবৃতি সেই অপপ্রয়াসেরই তাজা নমুনা।

আসলে সংঘ পরিবার হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শ অনুসারে শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে চাইছে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো নবজাগরণের পথিকৃৎদের হাত ধরে যে শিক্ষাব্যবস্থাটি এদেশে গড়ে উঠেছিল, পূর্বতন কংগ্রেস আমলে তার বহুকিছুই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। বিজেপি সরকার তার শেষ অবশেষটুকু মুছে ফেলার ‘কর্মসূচি’ হাতে নিয়েছে।

শিক্ষায়, গেরুয়া সরকার পরিকল্পিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে আছে, সংস্কৃতকে অবশ্য পাঠ্য করা, ভারতীয়করণের নামে হিন্দুত্ববাদী ঐতিহ্যের জয়গান, পাঠক্রমে বৈদিক গণিত, বৈদিক ইতিহাস প্রবর্তন ইত্যাদি।

বিজেপির নেতা–মন্ত্রীরা প্রচার করে যে, হিন্দু সভ্যতা হচ্ছে ‘শ্রেষ্ঠতম’ সভ্যতা, প্রাচীন সভ্যতা। গবেষকরা বলেন, ‘শ্রেষ্ঠ’ কথাটা আপেক্ষিক। ‘শ্রেষ্ঠ’ মানে ভালো, আরও ভালো, সবচেয়ে ভালো। একথা বলতে গেলে তাবৎ ধর্ম সম্পর্কে জানতে হয়। এরজন্য চাই সুগভীর প্রজ্ঞা। জাভড়েকার, সত্যপাল প্রমুখ কি সেই প্রজ্ঞার অধিকারী ? প্রশ্নটা সহজ, আর উত্তরও তো জানা।

কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, হিন্দু সভ্যতা আদৌ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা নয়। এ ধরনের দাবি সর্বাংশে মিথ্যা। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে আর্যসভ্যতা হচ্ছে কনিষ্ঠতম। আসিরিয়া, ব্যাবিলনীয়া, মিশর, চিন, গ্রিস, রোম– এদের সভ্যতা অনেক পুরোনো সভ্যতা। শত হাজার বছরের লিখিত তথ্যে অনেক সভ্যতার হদিস পাওয়া যায়। ইতিহাস দেখাচ্ছে, আর্যরা এদেশে আসে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে, লিখতে শেখে আরও অনেক পরে, কাজেই লিখিত আর্যসভ্যতা ‘প্রাচীনতম’ নয়।

এখন বেদকে যদি শ্রুতি বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহলেও দ্বাদশ শতকের আগে বেদের কোনো চিহ্নই পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে সংঘের নেতারা বেদকে ‘প্রাচীনতম গ্রন্থ’ বলছেন কোন যুক্তিতে ? আসলে প্রাচীন বললে মানুষের মনে একটা সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়, প্রাচীনতম বললে আরও তীব্র হয় সেটা। এ অসত্যটা দরকার। কেন দরকার ? কারণ গেরুয়া পার্টির কাছে বিজ্ঞানমনস্কতার কোনো মূল্য নেই। ওই দলে ইতিহাস, বিজ্ঞানচর্চার কোনো জায়গাও নেই।

সংঘ পরিবার যদি সত্যিই বেদ পড়ে, তাহলেই দেখবে যে, এখন ওরা যাকে হিন্দুত্ব বলছে, সেটা কিন্তু একেবারেই বেদত্বের বিরোধী। পৃথক মেরুর ব্যাপার। কারণ বেদের সময়ে মন্দির ছিল না, বিগ্রহ ছিল না। হিন্দুত্বের প্রণালীতে, প্রথাতে যা প্রার্থনীয়, সমস্তই বেদের বিরোধী। হিন্দুত্ব আর বেদত্বের এই পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে ন্যূনতম ওয়াকিবহাল হলে কেউ ‘বৈদিক শিক্ষা’র পক্ষে সওয়াল করতে পারে না।

বেদ বলছে, ‘ভুক্ত্বা উচ্ছিষ্টং বধ্বৈ বদ্যাং’। অর্থাৎ পুরুষ তার এঁটো খাবার স্ত্রীকে দেবে। সত্যিই এই শর্তে আজ কোনো মেয়ে বিয়েতে রাজি হতে পারে ? স্বামীর এঁটো খাওয়ার শর্তে এখনকার কোনো মেয়ে বিয়ে করছে, এটা কল্পনা করা যায় ? অথচ সত্যপালরা চাইছেন গুরুকুলে পাঠিয়ে শিশুদের বেদের ওই ‘শিক্ষায় শিক্ষিত’ করা হোক। আর এতেই নাকি শৈশব থেকেই তাঁদের মনে দেশপ্রেম উথলে উঠবে। কী ভয়ংকর, বিপজ্জনক চিন্তা।

বেদ আরও বলছে, ‘যাতযামানি বস্ত্রোপনেচ্ছাত্রাণি ভৃত্যায় দেয়ানি’। অর্থাৎ যে সকল বস্ত্র কিংবা জুতো অথবা ছাতা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে গিয়েছে, সেগুলি ভৃত্যকে দেবে। আর ভৃত্য সে সব দান নিয়ে কী করবে ? বেদের নির্দেশ, ‘মাথায় করে রাখবে’। সংঘ কর্তারা বলছেন, শিশুর মগজে, মানুষের প্রতি এমন তীব্র অশ্রদ্ধা ঢুকিয়ে দেওয়াটাই সঠিক ‘দেশপ্রেমে’র পাঠ।

বেদে উল্লেখ আছে, একটি নারীর পক্ষে একটি পুরুষ যথেষ্ট, একটি পুরুষের পক্ষে অন্তত দুটো নারী প্রয়োজন। তারপর চার থেকে চারশো পর্যন্ত চলতে পারে। বেদে ঋত্বিক, মানে পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়া হচ্ছে শয়ে–শয়ে নারী। এই নারীদের মধ্যে আবার রকমফের আছে। যেমন, কুমারী, স–পুত্রা ও অ–পুত্রা। প্রশ্ন, এত নারী দিয়ে পুরোহিত কী করবেন ? কিছু দাসী হবেন, কিছু ভোগ্য হবেন। তাঁরা আস্তে আস্তে গণিকালয়ে যাবেন ঘুরপথে!

সুতরাং বেদকে বা ‘বৈদিক শিক্ষা’কে ফিরিয়ে আনার ফলে সমাজের হাল কী দাঁড়াবে ? এই শিক্ষা চালু করতে গেলে দেশের সংবিধানকে সকলের আগে মুছে ফেলতে হবে। কারণ, সংবিধানে নারী ভেট, দাসী পোষণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ বেআইনি। যজ্ঞ করে ওইভাবে নারীদের দক্ষিণা দেওয়া, সঙ্গে শূদ্র, গোরু, সোনা, ছাগল, জমি দান করার যে নিদান দেওয়া হয়েছে আজকের দিনে একথা ঘোরতর সংবিধান বিরোধী। মানব প্রকৃতির চরম অবমাননা। এ জিনিস কি কখনও শিক্ষার অঙ্গ হতে পারে ?

ভারতীয়করণের আওয়াজ তুলে বিজেপি সরকার এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে। ‘বৈদিক শিক্ষা’র প্রচলনের যে মরিয়া প্রয়াস তারা চালাচ্ছে, তা দেশকে এক গভীর খাদের কিনারায় ঠেলে দেবে !

পরিশেষে উল্লেখ্য, শিক্ষায় ‘ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার’ আওয়াজ তুলে ‘হিন্দুত্ববাদী ঐতিহ্যের জয়গান’ গাওয়ার এই অতি বিপজ্জনক প্রবণতা আজ থেকে ২০০ বছর আগে শোনা যেত সেসময়ের গোঁড়া হিন্দু ‘পণ্ডিত’দের মুখে। সেই একই কুযুক্তির পুনরাবৃত্তি করে বিজেপি তথা সংঘ পরিবার কি দেশে অন্ধ যুগ ফিরিয়ে আনতে চাইছে ?

শিক্ষায় ‘ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার’ আওয়াজ তুলে ‘হিন্দুত্ববাদী ঐতিহ্যের জয়গান’ গাওয়ার অতি বিপজ্জনক প্রবণতা আজ থেকে ২০০ বছর আগে শোনা যেত সেসময়ের গোঁড়া হিন্দু ‘পণ্ডিত’দের মুখে। সেই একই কুযুক্তির পুনরাবৃত্তি করে বিজেপি তথা সংঘ পরিবার কি দেশে অন্ধ যুগ ফিরিয়ে আনতে চাইছে ?

জনমত

গণ আন্দোলন গড়ে ওঠায় কোনো বিশেষ মতবাদের প্রয়োজন হয় না

গত ৫ মে কার্ল মার্ক্স–এর দ্বিশত বর্ষে প্রকাশিত ‘ভোগবাদে ঢাকা পড়েছে বাকি সব মতবাদ’ শীর্ষক প্রতিবেদনে (লেখক দেবপ্রসাদ রায়, প্রাক্তন সাংসদ) উপসংহারে লেখক বলতে চেয়েছেন – সমস্ত মতবাদ বিলুপ্ত হয়ে পরিণতি পেয়েছে ‘ভোগবাদ’ বিশ্বায়নের মোড়কে। বিষয়টিকে বিতর্কের বাইরে রেখে উল্লেখ করতে চাই, যেকোনো গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে সঠিক নেতৃত্ব, তার প্রেক্ষিত ও বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং সেখানে কোনো বিশেষ মতবাদের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ সমস্ত মতবাদের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও মানুষ প্রতিবাদ করে ও আগামী দিনেও করবে শুধু শোষণ ও অপশাসনের হাত থেকে মুক্ত হতে।

পৃথিবীর ইতিহাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা যায়। প্রাচীন গ্রিসে সক্রেটিস যখন সম্ভ্রান্ত শ্রেণি ও ধর্মযাজকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুবসমাজকে আন্দোলনমুখী করে তুলেছিলেন তখনও কিন্তু তিনি কোনো মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হননি। শুধু বাস্তবতাকে মেনে তার দিশা তৈরি করেছিলেন। পরিণতি কী হয়েছিল সকলেরই জানা।

দাসপ্রথার বিরুদ্ধে স্পার্টাকাস্‌ যে যুদ্ধ করেছিলেন তার পিছনেও কোনো মতবাদ কাজ করেনি। শুধু শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই ছিল তা। আব্রাহাম লিংকনের ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। নেপোলিয়নের নেতৃত্বে যে ফরাসি বিপ্লব গড়ে উঠেছিল তারও ভিত ছিল –equality, liberty and fraternity কে প্রতিষ্ঠা করা। কোনো বিশেষ মতবাদের প্রয়োজন হয়নি। তবুও ওই বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রেও এই লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে চরণসপার নেতৃত্বে ১৮৭৩ সালে দলিত শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৫ সালে ‘The 1873 movement for dignity and equality before law নামে একটি বই প্রকাশ করে। সেই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কোনো বিশেষ মতবাদের ভূমিকা ছিল না।

পাশাপাশি মারাঠা নেতা জ্যোতিরাও ফুলে ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলের নেতৃত্বে দলিতদের যে আঞ্চলিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তারও ভিত ছিল শোষণ ও অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পরবর্তীতে ভীমরাও আম্বেদকারের নেতৃত্বেও দলিত শ্রেণির মুক্তির সংগ্রাম জারি ছিল, যার সাক্ষী ইতিহাস।

উপসংহারে অবশ্যই বলা যায়, গণ আন্দোলনের পিছনে যতটা না কোনো মতবাদের অবদান থাকে তার থেকেও অনেক বেশি কার্যকর হয় সমকালীন বিষয় ও সঠিক নেতৃত্ব, যা কিনা কোনো মতবাদের মোড়কে না থেকেও সফল হতে পারে। সেখানে ভোগবাদও কোনো বিষয় হয় না।

জ্যোতিপ্রসাদ রায়
উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি।

মেট্রো কাণ্ডে বয়স্কদের প্রতি বিষোদ্‌গার দুঃখজনক

গত দুই–তিন সপ্তাহের মধ্যে সংবাদপত্রে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় দুটো খবর সবাইকে হতচকিত করে দেয়। প্রথমটি ভাগাড়ের মরা–পচা জন্তুর মাংস বিভিন্ন নামি রেস্তোরাঁতে সরবরাহ করা। দ্বিতীয়টি দমদম মেট্রো কাণ্ড।

প্রথমটির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। দেখে ভালো লাগল যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিন্তু বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি। বরং সংবাদপত্রের মাধ্যমে খবরটি ছড়িয়ে দিয়ে হোটেলগুলিতে নিয়মিত হানা দেওয়া শুরু করেছেন সরকারি আধিকারিকরা। পচা মাংস সরবরাহের বিষয়টির শেষ হওয়া উচিত দোষীদের কড়া শাস্তির মাধ্যমে।

তবে চিন্তা দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে। দমদম–মেট্রোর ঘটনাটি অনভিপ্রেত। আইন করোরই নিজের হাতে তুলে নেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু মর্মাহত হলাম পুরো ঘটনাটি না জেনে যুবসমাজ ও কিশোর সমাজের বয়স্ক মানুষদের প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষোদ্‌গার দেখে। প্রায় প্রতিটি বয়স্ক মানুষ হয়ে গেলেন ‘দাদু’ বা ‘নোংরা দাদু’। ‘ফেসবুকে’ বিভিন্ন অফিসযাত্রী প্রৌঢ় মানুষদের ছবি আপলোড করা হল এবং ট্রোলড্‌ হল। বাদ গেলেন না প্রবীণ অভিনেতারাও। কদর্য ভাষায় গালিগালাজ, কুরুচিকর ইঙ্গিত, ব্যঙ্গ। সবচাইতে ভয়ংকর হল, প্রৌঢ়দের ছবির নীচে লেখা হল তাঁরা শ্লীলতাহানিতে পারদর্শী, এবং দেশে প্রায় সব অত্যাচারীরাই বয়স্ক। অথচ ইন্ডিয়া পেডিয়ার ‘ক্রাইম ডেটা’ (২০১৭) কিন্তু দেখাচ্ছে যে ধর্ষণ বা অত্যাচারের ক্ষেত্রে অত্যাচারী পুরুষদের ৪২ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৫–এর মধ্যে। মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ঘটনায় অভিযুক্তদের ৪০ শতাংশের ওপরে অত্যাচারিত মেয়েদের ‘বন্ধু’ বা ‘নিকট বন্ধু’ ছিল। মাঝেমধ্যেই ‘ইউটিউব’ বা অন্যান্য ভিডিয়ো মিডিয়ায় যেসব কদর্য ক্লিপিংস ‘আপলোড’ করা হয়, সেগুলিও কিন্তু বেশিরভাগই ‘অবিশ্বাসী বন্ধুদেরই’। তবে অনেকক্ষেত্রে প্রৌঢ় বা বয়স্করাও জড়িত থাকেন, এবং অবশ্যই তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু দমদম মেট্রোর ঘটনায় পুরো বিষয়টি না জেনে ‘দাদু–বিপ্লব’ গোছের পোস্ট বোধহয় আমাদের মধ্যে প্রবীণদের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করে। রাস্তায় যদি কোনো ঘটনা দেখে প্রবীণরা না দাঁড়িয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমরা নবীনরা দাঁড়াই কি ? তবে তো অত্যাচারের ঘটনাই বন্ধ হয়ে যেত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়ে খুবই ভালো করেছে।

তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘দাদু’ ট্রোলিং করতে গেলে মাথায় রাখতে হবে যে সেই দাদুর বয়সিরা হলেন আমাদের বাবা–কাকা–শিক্ষকরাও।

পিনাকী রায়, সহযোগী অধ্যাপক
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যবস্থা নিন

জনগণের চলার রাস্তার দু–ধারে অবুঝ কিছু গৃহস্থ তাঁদের গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম (যেমন ইট, পাথর, বালি ইত্যাদি) ফেলে রাখছেন নিজেদের স্বার্থে ইমারত তৈরির জন্য। ফেলে রাখছেন বেশ কিছুদিন। পথের পথিকের কথা তাঁরা একবারও ভাবেন না। পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যেকোনো মুহূর্তে কোনো বড়ো ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে তাঁদের জন্য। কিন্তু সেটা তাঁদের বিবেচনা বোধে জাগে না। তাঁরা গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম রাস্তায় ফেলে রেখে দিব্যি থাকেন।

প্রশাসনের ভূমিকা এক্ষেত্রে নির্বিকার। দেখেও যেন দেখে না। তাই তাদের দৃষ্টি খুলে দিতে আমার এই চিঠি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কাছে আমার আর্জি, আপনারা রাস্তার ধারে গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম রাখা বন্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা নিন। এব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে।

পম্পা দাস
থানা কলোনি, ইসলামপুর।

এ বিভাগে ছবি সহ স্থানীয় সমস্যা নিয়ে পত্রলেখকরা চিঠি পাঠান। পাঠাতে হবে জনমত বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, শিলিগুড়ি– এই ঠিকানায়।

ভোটকর্মীদের অসুবিধা, উদ্‌বেগ কম নয়

সরকারি কর্মীদের ভোটের ডিউটি করা বাধ্যতামূলক। তাঁরা সে কাজ অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়েই সমাধান করেন। তাঁদের সে সমস্ত অসুবিধার মধ্যে যেমন রয়েছে পর্যাপ্ত আলোর বন্দোবস্ত না থাকা, স্নানের জল এমনকি পানীয় জলেরও অভাব, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মের জায়গার অভাব, গরমে অসহ্য কষ্ট, খাবারদাবারের বন্দোবস্ত না থাকা ইত্যাদি অনেক অসুবিধা ভোগ করে ভোটকর্মীরা ভোটের কাজ সম্পাদন করে প্রায় প্রাণ হাতে করে বাড়ি ফেরেন। কারণ ভোটকেন্দ্রগুলো থাকে প্রত্যন্ত সব গ্রামের স্কুল–কলেজে। সেখানে গরমে সাপখোপের ভয়ও থেকেই যায়। এসমস্ত বাদেও গাড়ির বন্দোবস্ত করার পরে যখন তাঁরা ক্লান্ত হয়ে ভোটপর্ব শেষ করে বাড়ি ফেরেন তখন তাঁদের বাড়িতে নামিয়ে দেওয়াটা নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের অবশ্যই কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। এত পরিশ্রমের পর দেখা যায় ভোটকর্মীরা অনেকক্ষেত্রে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতেই ফেরেন। তাঁদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করা উচিত। তাঁদের পরিবার প্রতিমুহূর্তে ভয়ে ভয়ে রাত কাটান, ভালোয় ভালোয় তাঁরা বাড়ি ফিরলে, সুস্থ শরীরে থাকলে তবেই বাড়ির লোকেদের শান্তি। পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে উদ্‌বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে। এবারও পরিস্থিতি একই থেকে গিয়েছে। তাই নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন, ভোটকর্মীদের অসুবিধাগুলোর কথা মাথায় রেখে তাঁদের একটু আরাম করে তথা নিশ্চিন্তে ভোটকর্ম সমাধান করতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এ ভোটই তো শেষ ভোট নয়। তাই একটু ভাবতে অনুরোধ করছি।

রত্না রায়
হিলিমোড়, নারায়ণপুর, বালুরঘাট।

ভারত আরও স্মার্ট হচ্ছে

ভারতে বৃদ্ধি রয়েছে। বৃদ্ধির হার ভালো। ভারত দ্রুত স্মার্ট হচ্ছে। কীভাবে বোঝা গেল ? তথ্য বলছে, গত বছর দেশে প্রথম ত্রৈমাসিক স্মার্ট ফোন বিক্রি ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ। এ বছর প্রথম তিন মাসেই দেশে স্মার্টফোন বিক্রি হয়েছে তিন কোটি।

শিশির দেবনাথ
কদমতলা, জলপাইগুড়ি।

বইপাড়া

ইতিহাসের ফুটবল-প্রামাণ্য গোল্লাছুট

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কাশীনাথ ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গের ছেলে। বীরপাড়ার মাটির গন্ধ মুছে যায়নি পরবর্তী জীবনে কর্মসূত্রে কলকাতা নিবাসী হওয়া সত্ত্বেও। যার প্রমাণ বইয়ের নামে। গ্রাম্য স্মৃতির পাতা ওলটাতে ওলটাতেই সম্ভবত বেরিয়ে এসেছে বইয়ের ‘গোল্লাছুট’ নামটা। গত বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে লিখে ফেলেছিলেন তাঁর প্রথম বই। ধারে ও ভারে এই বইয়ের সঙ্গে মিল নেই যার। দ্বিতীয় বিশ্বকাপ অভিযানের আগে বঙ্গ ফুটবল জনতাকে তাঁর উপহার ৬০০ পাতার বিশালাকায় বই। যেখানে পাতায় পাতায় ফুটবলের রোমাঞ্চের সঙ্গে মিশেছে মজার মজার নানা গল্প, সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য।

বাগালির ফুটবল নিয়ে রোমান্টিকতা তো কম দিনের নয়। তাই ফুটবলের বই বহু আকারে, নানা পসার নিয়ে হাজির হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু একই মলাটে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে নিখাদ বাঙালিয়ানা মিশেছে কি এভাবে? উহুঁ, মনে তো পড়ে না। একই মলাটে হাজির লাতিন আমেরিকানদের ক্রিকেটকে দূরে সরিয়ে রেখে ফুটবলপ্রেমের কথা। তারপরের পাতায়ই হয়তো দুখীরাম মজুমদার, অমল দত্তের এই ভেতো বাঙালির রক্তে আন্তর্জাতিক ফুটবলের স্বাদ ঢুকিয়ে দেওয়ার লড়াইয়ের গল্প। সেই যেখানে লেখা, ‘তিনি এগোতেন, সঙ্গে ছেলেপিলের পাল। ফুটবলের গপ্পো শুনতে শুনতে।... এরিয়াস্নে যখন তিনি চালু করেছিলেন ভোকাল টনিক, প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পিকে) জন্মই হয়নি!’ আবার তিনি নিজে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত বলেই হয়তো তুলে আনতে পেরেছেন ফুটবল মাঠে সাংবাদিকদের নানা সমস্যার কথাও। শুধুই কি ফুটবল ? বোধহয় না। কারণ যেখানে লেখা, ‘মেদিচির আমলেই উত্থান এমন এক ফুটবল দলের, ফুটবল ইতিহাস যাদের মেনে নিয়েছে সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসাবে। মেহিকোয় ১৯৭০ বিশ্বকাপ জয় মেদিচির মতো স্বৈরাচারী শাসকের হাতে ছিল শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, বহির্বিশ্বকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যে, দেশে সব কিছু কত সুষ্ঠুভাবে চলছে।’ ব্রাজিলের রাজনৈতিক ইতিহাসেরও তো ইঙ্গিত আছে এই লেখায়।

এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে লাভ নেই। সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য যেমন এই বই তেমনিই কিন্তু ফুটবল তথ্যাদি নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া করে থাকেন তাঁদেরও কাজে লাগবে এই ‘গোল্লাছুট।’

বাংলার এই শহর

পঁচিশে বৈশাখে ছোটো পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মোটামুটি এটাই রেওয়াজ। শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত সমীর ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘বাংলার এই শহর’ মে সংখ্যায় রবীন্দ্রবিষয়ক রচনা রয়েছে বেশ কয়েকটি। স্বপ্না ভট্টাচার্যের নিবন্ধ ‘আধুনিক সাজসজ্জায় রাবীন্দ্রিকতার ছোঁয়া’ ভালো লাগল। এছাড়াও রয়েছে শৈলশহরে রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিনের অনুভূতিতে রবীন্দ্রনাথ, জন্মদিনে মংপুতে ইত্যাদি নানা রচনা।

স্বদেশ

স্বদেশ পত্রিকার একশো একচল্লিশতম সংখ্যাটি প্রকাশ পেয়েছে বৈশাখে। বৈশাখে যখন তখন রবীন্দ্রনাথ থাকবেনই। পত্রিকার সম্পাদক পান্নালাল মল্লিক লিখেছেন, রাণু মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম পত্রালাপ, প্রথম সাক্ষাৎকার। খুব সুন্দর রচনা। ড. গৌরমোহন রায়ের একটি প্রবন্ধও কৌতূহল জাগিয়েছে। তাঁর বিষয় ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও চোমংলামাঃ যুগ্ম জীবন–সাংসারিক’। উত্তরের পাঠকদের এ প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য। এছাড়াও প্রবন্ধ রয়েছে। কবিতা, অণুগল্প ইত্যাদি রয়েছে। এবার স্বদেশের মুখ প্রণব চট্টোপাধ্যায়, হর্ষবর্দ্ধন ঘোষ। পত্রিকাটিতে অঙ্গসজ্জা নজর কাড়ে। এ পত্রিকা পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে বসিরহাট থেকে।